প্রথম আলো

তারিখ 02 DEC 2006
পৃঃ ৩ কলাম ৫

৭

রাজনৈতিক সংকটের কবলে পুরান ঢাকার সব স্কুল

তাড়াহুড়ো করে নেওয়া হচ্ছে বার্ষিক পরীক্ষা, ফল আগামী বছর

শতদল সরকার

শায়লা নওশিন। দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডের আনোয়ারা বেগম মুসলিম গার্লস স্কুলের ছাত্রী সে। প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষায় ১৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ষষ্ঠ স্থান পেয়েছিল নওশিন। কিন্তু রাজনৈতিক সংকটের কারণে নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে হয়েছে তাড়াহুড়ো করে। তাই এর ফলাফল জানার চেয়েও মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে বেশি চিন্তিত সে।

নওশিন জানায়, এখনো তার ব্যবহারিক ক্লাস অসম্পূর্ণ। এদিকে শিক্ষকেরা নিতে পারছেন না। একই মন্তব্য স্কুলের নূরে জান্নাত ও মাহমুদা আখতারের। তাদের আশঙ্কা, হয়তো ব্যবহারিক ক্লাসে সিলেবাসের সবটুকু না শিখেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

পুরান ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকেরা বলেন, এবার নানা সমস্যার মধ্যে শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। একই দিনে তাদের দুটি পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আনোয়ারা বেগম স্কুলের শিক্ষিকা ফজিলাতুন্নেছা জানান, 'এ রকম অভিজ্ঞতা আমাদের মেয়েদের আগে হয়নি। তাই তারা আশানুরূপ ফল না-ও করতে পারে।' তবে আসন্ন মাধ্যমিকেও যদি একই অবস্থা হয়, তাহলে সেই দায় রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রপতি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর পড়বে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পুরান ঢাকার অধিকাংশ স্কুল ঘুরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে একই রকম দুশ্চিন্তার কথা জানা গেছে। গত সপ্তাহের মাঝামাঝি নাগাদ পুরান ঢাকার প্রায় সব স্কুলের দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এখন শিক্ষকেরা অন্যান্য শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা নিচ্ছেন। যত দ্রুত সম্ভব পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষকেরা দ্রুত খাতা দেখাও শেষ করতে চান। তাই তাঁরা প্রতিদিনের পরীক্ষার খাতা প্রতিদিন নিয়ে যাচ্ছেন। এর পরও শিক্ষকদের আশঙ্কা, এবার হয়তো এক বছরের ফল অন্য বছর প্রকাশ করতে হবে।

গত মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার পুরান ঢাকার আনন্দময়ী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, আনোয়ারা বেগম মুসলিম গার্লস স্কুল, আরমানীটোলা গভ. বয়েস হাইস্কুল, মতিঝিল ব্যাংক আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, বংশাল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, সেন্ট গ্রেগরি উচ্চবিদ্যালয়, পোগোজ স্কুল, হাম্মাদিয়া উচ্চবিদ্যালয় ও আহম্মেদ বাওয়ানি মুসলিম একাডেমি এবং আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঘুরে দেখা গেছে অভিন্ন চিত্র।

শিক্ষকেরা *প্রথম আলোকে* বলেছেন, নির্বাচনী পরীক্ষা শেষ। তাই তাঁরা এর ফলাফল নিয়ে এ মুহূর্তে ভাবছেন না। তাঁরা বরং আসন্ন স্কুলের চলমান বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করা নিয়েই ঘোর দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার দুশ্চিন্তা তো আছেই।

শিক্ষকেরা জানিয়েছেন, চলমান সংকটের কারণে তাঁরা সব পরীক্ষা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করার চেষ্টা করছেন। তবে কাজটি বড় কঠিন। এত বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া এবং রাতারাতি ফলাফল প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষকদের আশঙ্কা, চলতি বছরের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল আগামী বছরই দিতে হবে।

আনোয়ারা বেগম মুসলিম গার্লস স্কুলের অধ্যক্ষ এ কে এম জাহাঙ্গীর জানান, রাজনৈতিক সংকটের কারণে তাঁদের ২০০৬ সালের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ২০০৭ সালে দিতে হবে। এক বছরের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল পরের বছরে দেওয়ার ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি বলে জানান তিনি।

সরেজমিনে বিভিন্ন স্কুলে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, বার্ষিক পরীক্ষা ২০ থেকে ২৬ নভেম্বরের মধ্যে শুরু হয়েছে। শিক্ষকেরা বলেন, পরীক্ষা সঠিক সময়ে নিতে পারবেন কি না এ নিয়ে তাঁরা চিন্তিত। কোনো কোনো স্কুলের শিক্ষকেরা এরই মধ্যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন এবং অবরোধ কিংবা হরতালের মতো কর্মসূচি থেকে স্কুলের পরীক্ষা আওতামুক্ত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

কয়েকজন শিক্ষক বলেন, তাঁরা আশা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টা চলমান রাজনৈতিক সংকটের একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান করবেন।